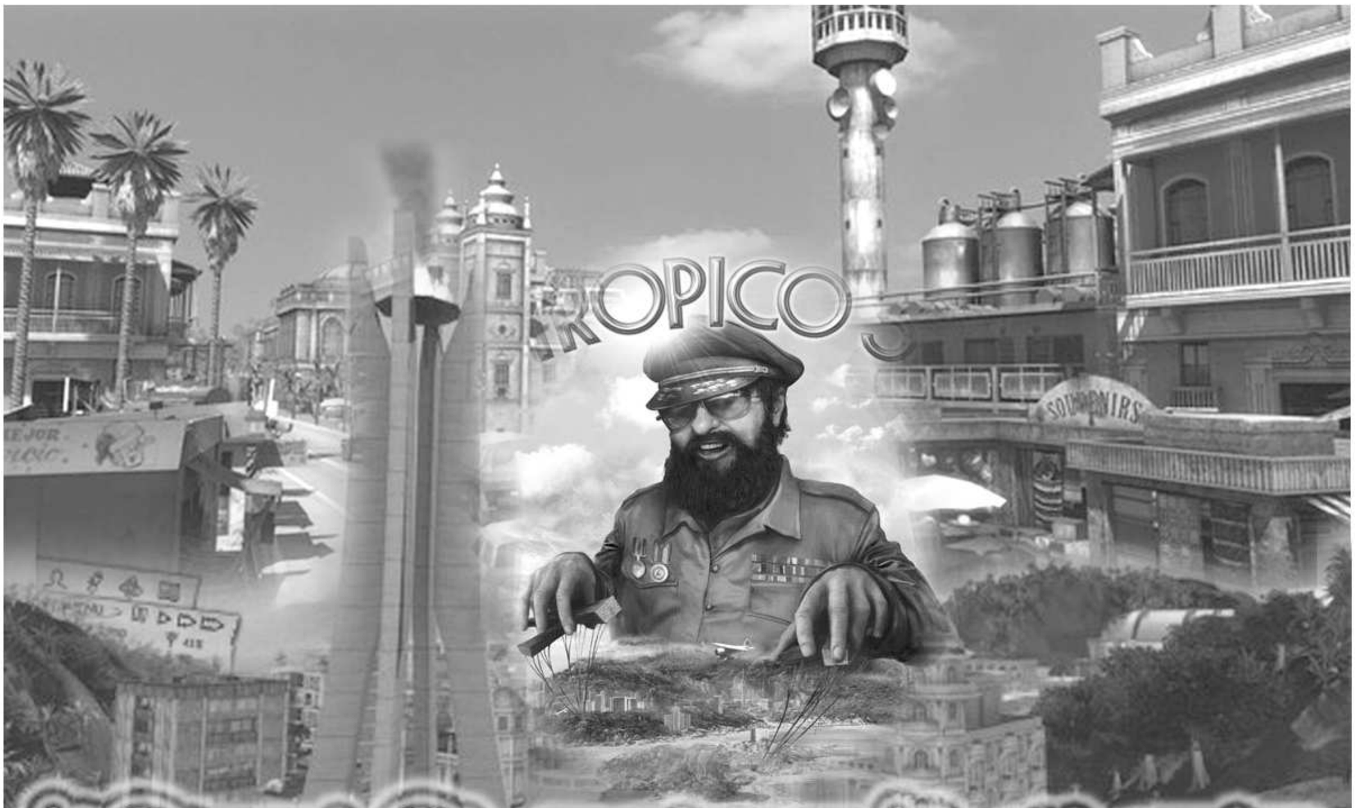

ট্রপিকো থ্রি: অ্যাবসলুট পাওয়ার

হেমিমন্ট গেমস নামের খ্যাতনামা গেম ডেভেলপার কোম্পানির তৈরি ট্রপিকো থ্রি গেমটি খেলে থাকবেন গেমভক্ত অনেকেই। এই কনস্ট্রাকশন এবং সিমুলেশন ম্যানেজমেন্ট গেমটির মূল ফোকাস হচ্ছে নগর নির্মাণ। এ গেমে গেমারদের খেলতে হয় একটি দ্বীপ রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতির ভূমিকায়, যেখানে তাঁর টাইটেল হচ্ছে 'এল প্রেসিডেন্টে'। এই ট্রপিকো থ্রি গেমেরই সর্ব সাম্প্রতিক এক্সপানশন প্যাকের নাম অ্যাবসলুট পাওয়ার। নানা কারণে এরই মধ্যে অ্যাবসলুট পাওয়ার দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশেষ করে কোর গেমিংকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভবন নির্মাণের নতুন নতুন কলাকৌশল উপহার দেবার কারণে ট্রপিকোর নতুন এবং পুরনো ভক্ত উভয়েই পছন্দ করেছেন এ গেম। ট্রপিকো থ্রি-র মৌলিক গেমপে-, একটু আগে যেমন বললাম, আছে আগের মতই অটুট। এখানেও গেমারকে এল প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সময় কালে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি দ্বীপরাষ্ট্রের জনগণের ভাগ্যের উত্থান-পতন বাধা পড়ে আছে এই একনায়কের অঙ্গুলিহেলনের সঙ্গে। গেমের একেবারে শুরুতেই আছে একটি টিউটোরিয়াল, মূল গেমের ছোট আকারের অপর্যাপ্ত টিউটোরিয়ালটির সঙ্গে তুলনা করলে এটি নিশ্চিতভাবেই অনেক বিস্তৃত এবং কার্যকরী। আপনার ইন-গেম অবতারকে নিজের মত করে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা পাবেন বেশি। ভুডু পিজাম্যান নামে নতুন এক চরিত্র এসে যোগ হয়েছে এবার, চারিত্রিক বৈচিত্র্যসহ নানা কারণে গেমের অন্যতম চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে। পুরনো চরিত্রগুলোকে ব্যক্তিত্বের ধারা, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং পোশাক আশাক প্রদান করার ব্যাপারে এখন আপনার সামনে আগের চাইতে বেশি অপশন থাকছে। অবশ্য গেমটির ১০ মিশনের নতুন ক্যাম্পেইনে তেমন কোনো বৈচিত্র্যের ছোঁয়া নেই। এসব মিশনে ক্যারিবীয় অঞ্চলের এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে হবে আপনাকে, সব জায়গাতেই আপনার ভূমিকা হবে একজন একনায়কের। এদিক দিয়ে ট্রপিকো থ্রির আগের গেমের চাইতে খুব বেশি পার্থক্য না তাকলেও পার্থক্য আছে এসব মিশনের উদ্দেশ্যের বেলায়। আগের গেমে মিশনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি সোজাসাপ্টা, যেমন খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, তেলের খনি আবিষ্কার ইত্যাদি। কিন্তু এবার মিশন অবজেকটিভ হচ্ছে কৃষকদের অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করায় বাধ্য করা, গোপন পুলিশ বাহিনী গঠন করার মাধ্যমে জট খোলা হয়নি এমন রহস্যের সমাধান করা ইত্যাদি। অ্যাবসলুট পাওয়ার-এ আপনাকে যতই অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হোক না কেন, এল প্রেসিডেন্টে হিসেবে আপনার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু থাকছে একটাই, যেভাবেই হোক রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে স্ফীত করা এবং খামার, কারখানা, গীর্জা, পুলিশ স্টেশন ইত্যাদি স্থাপন করার মাধ্যমে জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

আগের গেমে পুঁজিবাদী, কমিউনিস্ট, মিলিটারিস্ট এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা ছিল আপনার রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি, এবার তাদের সঙ্গে যোগ হয়েছে লয়ালিস্ট নামে আরেকটি দল। অর্থাৎ রাজনৈতিক খেলা এখানে আরো জমেছে। আপনার চরিত্রে একনায়কত্ব থাক বা না থাক, অ্যাবসলুট পাওয়ার আপনার অ্যাবসলুটলি পছন্দ হওয়ার কথা! ■

গেমটি খেলতে ন্যূনতম যা লাগবে

অপারেটিং সিস্টেম: উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা, উইন্ডোজ ৭

সিপিইউ: ২.৪ গিগাহার্টজ গতিসমৃদ্ধ ইন্টেল পেন্টিয়াম ফোর অথবা সমমানের এএমডি প্রসেসর

র‍্যাম: ১ গিগাবাইট

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ: ৪ গিগাবাইট ফ্রি ডিস্ক স্পেস

গ্রাফিক্স: ২৫৬ মেগাবাইট গ্রাফিক্স মেমোরি, সঙ্গে শেডার মডেল ৩.০

সাউন্ড কার্ড: ডিরেক্টএক্স৯ কমপ্যাটিবল

ডিরেক্টএক্স: ভারসন ৯.০সি

ব্লার

এরকম প্রশ্ন কারো মনে জেগে থাকতে পারে: দ্রুতগতিতে ধাবমান একটি গাড়ি থেকে যদি ঘণ্টায় ১৩০ মাইল বেগে চলতে থাকা আরেকটি গাড়ির সামনে একটি ল্যান্ডমাইন ফেলে দেয়া হয় তাহলে কী ঘটবে? উত্তরটাও মনে হয় সবার জানা: ঘটবে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। 'ব-রার' নামের এ গেমটি খেললে এ প্রশ্নের একেবারে হাতেনাতে জবাব পাওয়ার এবং চাক্ষুষ সেটি দেখার সুযোগ ঘটবে। রেসিং-এর অনেক গেমই আছে, তার সঙ্গেই যুক্ত হল ব-রার নামের নতুন এই গেম। এ গেমের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তীব্র গতি, এর আগে রেসিং গেম খেলেননি বা এ ধরনের গেম পছন্দ করেন না এমন গেমারও ব-রার গেম খেলে মজা পাবেন। গেমটি খেলার প্রণোদনা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাবেন মজার মজার পুরস্কার আর ধ্বংসাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র। তবে তা সত্ত্বেও, এ গেম খেলার মূল প্রণোদনা আসা উচিত ড্রাইভিং তথা গাড়ি চালানো থেকেই। গেমের গতি খুবই তীব্র, এখানে সফলতার অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে দ্রুতগতির রিফ্লেক্স। বেশির ভাগ সময়ই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে, এ সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করবে আপনার রেসিং-এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিছুটা প্র্যাকটিস করে নিলে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্য দিয়ে মাখনের মধ্য দিয়ে যেমন ছুরি চলে ঠিক সেভাবে আপনার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, একটার পর একটা ল্যান্ডমাইনকে পাশ কাটানো কিংবা সর্বোচ্চ গতিতে বামে বা ডানে মোড় নেয়া খুব একটা কঠিন বলে মনে হবে না। উপরে যেসব কাজের কথা বললাম সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বলে প্রতীয়মান হতে পারে মোড় নেয়াটা। সঠিকভাবে ব্যাপারটা সামলাতে না পারলে মোড় নেয়ার সময় পাশের দেয়ালে প্রচ জোরে ধাক্কা লাগাটা এড়াতে পারবেন না। আর ধাক্কা লাগার মানেই হচ্ছে গাড়ির গতি ভীষণভাবে কমে যাওয়া। চর্চা করে মোড় ঘোরাটা সুন্দরভাবে সামলাতে পারলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের টেক্কা দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবেন। গেমটির সিঙ্গেল পে-য়ার এবং মাল্টি পে-য়ার দুটো অপশনই আছে। সিঙ্গেল পে-য়ার ক্যাম্পেইনের শুরুর দিকটা বেশ সহজ, তেমন কোনো কষ্ট ছাড়াই আপনি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারবেন। তবে খেলার যতই অগ্রগতি হয় চ্যালেঞ্জগুলোও ততই কঠিন হতে থাকে। গোটা গেমে মোট ৬৩টি ইভেন্ট আছে, যার যে কোনোটিতেই আপনি অংশ নিতে পারবেন, পারবেন আপনার রেসিং সক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে। ইভেন্ট-এর ধরন আছে তিনটি: রেসিং, চেকপয়েন্ট এবং ডেস্ট্রাকশান। রেসিং-এ একটি রেসিং কমপিটিশনে ১৯ জন রেসারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, চেকপয়েন্ট-এ একা একা রেসিং করতে হবে, আর ডেস্ট্রাকশনের গোটা ব্যাপারটাই কেবল ধরো আর মারো টাইপের। এখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে যত বেশি সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিকেশ করতে হবে। ■

গেমটি খেলতে ন্যূনতম যা লাগবে

অপারেটিং সিস্টেম: উইন্ডোজ এক্সপি, ভিস্তা, উইন্ডোজ ৭

সিপিইউ: ৩.৪ গিগাহার্টজ গতিসমৃদ্ধ ইন্টেল পেন্টিয়াম ডি ড্রুয়াল কোর

র‌্যাম: উইন্ডোজ এক্সপি-র জন্য ১ গিগাবাইট, ভিস্তা এবং ৭-এর জন্য ২ গিগাবাইট

ভিডিও কার্ড: ২৫৬ এমবি এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৬০০জিটি বা এটিআই রেডিয়ন ১৬০০ এক্সটি বা শেডার ৩.০ সামর্থ্য

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ: ১৪ গিগাবাইট ফ্রি ডিস্ক স্পেস

সাউন্ড: ডিরেক্টএক্স৯.০সি কমপ্যাটিবল

ডিরেক্টএক্স: মাইক্রোসফট ডিরেক্টএক্স ৯.০সি

ইন্টারনেট: মাল্টিপে-য়ার কানেক্টিভিটির জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন